১। ফাউন্ডেশনের সদস্য পদে নিবন্ধনের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী।

১.১ সদস্য/সদস্যাদের শ্রেণি বিভাগঃ

ক) দাতা সদস্য (Donor Member)

খ) আজীবন সদস্য (Life Member)

গ) সাধারণ সদস্য (General Member)

১.২ সদস্য পদের ধরণঃ

ক) দাতা সদস্য : সাহা সম্প্রদায়ের যে কোন দেশী বা বিদেশী নাগরিক ১.৩ ধারা মোতাবেক এককালীন ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সময় সময় ধার্যকৃত টাকা পরিশোধ করে দাতা সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবেন।

খ) আজীবন সদস্য : সাহা সম্প্রদায়ের যে কোন দেশী বা বিদেশী নাগরিক ১.৩ মোতাবেক এককালীন ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সময় সময় ধার্যকৃত টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে আজীবন সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবেন।

গ) সাধারণ সদস্য ঃ সাহা সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তি ধারা ১.৩ মোতাবেক এককালীন ৫,০০০/- টাকা ফি পরিশোধ সাপেক্ষে সাধারণ সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবেন। সাধারণ সদস্যদের ভোটাধিকার থাকিবেনা এবং তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেননা।

১.৩ সদস্য/সদস্যাদের অন্তর্ভুক্তির নিয়মাবলী

ক) দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সাহা সম্প্রদায়ের আগ্রহী এবং উৎসাহিত ব্যক্তি এই সংস্থার সদস্য হইতে পারিবেন।

খ) সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন পত্রের মাধ্যমে ফি সহ, সভাপতি/সাধারন সম্পাদক বরাবর জমা দিতে হইবে।

গ) সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলীতে অনুগত হইতে হইবে।

ঘ) কার্য নির্বাহী পরিষদের সভায় সদস্য পদের আবেদন পত্র মঞ্জুর/খারিজ হইবে।

ঙ) নির্ধারিত আবেদন পত্র সংস্থার ২(দুই) জন নিয়মিত সদস্যের সুপারিশ লাগিবে। সাধারন সম্পাদক জমাকৃত আবেদনপত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন এবং অনুমোদনক্রমে সদস্য/সদস্যা খাতায় লিপিবদ্ধ করিবেন।

চ) সদস্য/সদস্যাদের বয়স সর্বনিম্ন ১৮(আঠার) বৎসর এবং সমমনা সৃজনশীল হইতে হইবে।

ছ) সদস্যদের নিবন্ধন ফি, চাঁদা বা অনুদানের অর্থ কোনো কারণেই ফেরত দেওয়া হইবেনা।

জ) একজন সাধারন সদস্য যে কোন সময় নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া আজীবন সদস্য/দাতা সদস্য লাভের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

ঝ) অনুরূপভাবে আজীবন সদস্য ও যে কোন সময় নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া দাতা সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবেন।

ঞ) কোন সদস্যের মৃত্যু অথবা শারীরিকভাবে অক্ষম বা মস্তিষ্ক বিকৃত অথবা দন্ড বিধি অনুযায়ী যেকোনো আদালতে সাজা ভোগ করার কারনে পদটি খালি হইলে বা মৃত সদস্যের উত্তরাধিকারী (সদস্য ফর্মে উল্লেখিত ব্যক্তি- পরিশিষ্ট- ১ অনুযায়ী) নমিনি হিসাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হইবেন। সেক্ষেত্রে উক্ত সদস্যকে কোন অর্থ প্রদান করিতে হইবেনা।

১.৪ সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা :

কেবলমাত্র দাতাসদস্য ও আজীবন সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারিবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১.৫ সদস্য পদ স্থগিত/বাতিল :

যে কোন সদস্যের সদস্য পদ নিম্নলিখিত কারণে স্থগিত/বাতিল হইবে অথবা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিবে :

১. যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

২. যদি মানসিক ভারসাম্য হারান।

৩. কোন সদস্য বাংলাদেশের কোন আদালত কর্তৃক সাজা প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে।

৪. কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন নির্বাহীসদস্য পর পর ০৫ (পাঁচ) টি আহুত সভায় সভাপতি বা সাধারন সম্পাদক কে অবহিত না করে অনুপস্থিত থাকিলে তাঁর নির্বাহী সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

৫. কোন সদস্য/সদস্যা অত্র সংস্থায় চাকুরী গ্রহন করিলে তাঁর চাকুরী কালীন সময়ে ভোটাধিকার স্থগিত থাকিবে। সংগঠনের নীতি ও নিয়ম পরিপন্থী কোন কার্যে লিপ্ত থাকিলে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কেহ দোষী সাব্যস্ত হইলে কারণ দর্শানোর সুযোগ সাপেক্ষে তাহার সদস্য পদ স্থগিত/বাতিল হইবে। তবে সদস্যপদ স্থগিত/বাতিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

৬. একজন পদত্যাগকারী সদস্যের সদস্যপদ তার পদত্যাগ পত্র কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গ্রহণ না করা পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

১.৬ স্থগিত/বাতিল সদস্যপদ পুনরুদ্ধার :

বকেয়া চাঁদার জন্য কিংবা পর পর ০৫টি আহুত সভায় অবহিত না করে অনুপস্থিতির জন্য কিংবা প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থি কোন কার্যকলাপের জন্য যাহার সদস্যপদ স্থগিত/বাতিল বলে গণ্য হইবে। তবে উক্ত সদস্য ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তার বকেয়া চাঁদা এককালীন পরিশোধ করতঃ কিংবা অনুপস্থিত অথবা প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য সন্তোষজনক কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে সদস্যপদ পুনর্বহাল করা যাইবে। এই ব্যাপারে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।